রোড সেফটি ফাউন্ডেশন

এপ্রিল-২০২৪

সড়ক দুর্ঘটনার প্রতিবেদন

এপ্রিল মাসে সড়ক দুর্ঘটনায় ২ হাজার ১ শত ১৯ কোটি ১১ লাখ টাকার মানব সম্পদের ক্ষতি হয়েছে

এপ্রিল মাসে দেশে সড়ক দুর্ঘটনা ঘটেছে **৬৭২**টি। নিহত **৬৭৯** জন এবং আহত **৯৩৪** জন। (তবে, ঢাকার জাতীয় অর্থোপেডিক হাসপাতাল-সহ অন্যান্য হাসপাতালের তথ্য অনুযায়ী **২** হাজারের বেশি হবে) নিহতের মধ্যে নারী **৯৩**, শিশু **১০৮**। **৩১৬**টি মোটরসাইকেল দুর্ঘটনায় নিহত **২৫৯** জন, যা মোট নিহতের **৩৮.১৪** শতাংশ। মোটরসাইকেল দুর্ঘটনার হার **৪৭** শতাংশ। দুর্ঘটনায় **১১৩** জন পথচারী নিহত হয়েছেন, যা মোট নিহতের **১৬.৬৪** শতাংশ। যানবাহনের চালক ও সহকারী নিহত হয়েছেন **৯৬** জন, অর্থাৎ **১৪.১৩** শতাংশ।

এই সময়ে **৭**টি নৌ-দুর্ঘটনায় **৯** জন নিহত, **৬৮** জন আহত হয়েছেন (একটি লঞ্চে আগুন ধরলে তাড়াহুড়ো করে নামতে যেয়ে **৬০** জন আহত হয়েছেন)। **৩৮**টি রেল ট্র্যাক দুর্ঘটনায় **৪৫** জন নিহত এবং **২৪** জন আহত হয়েছেন।

রোড সেফটি ফাউন্ডেশন ৯টি জাতীয় দৈনিক, **৭**টি অনলাইন নিউজ পোর্টাল, বিভিন্ন ইলেক্ট্রনিক মিডিয়া এবং নিজস্ব তথ্যের ভিত্তিতে প্রতিবেদনটি তৈরি করেছে।

যানবাহনভিত্তিক নিহতের চিত্র:
দুর্ঘটনায় যানবাহনভিত্তিক নিহতের পরিসংখ্যানে দেখা যায়- মোটরসাইকেল চালক ও আরোহী **২৫৯** জন **(৩৮.১৪%)**, বাসের যাত্রী **৩৪** জন **(৫%)**, ট্রাক-পিকআপ-কাভার্ডভ্যান-ট্রাক্টর-ট্রলি-ড্রামট্রাক আরোহী **৬৫** জন **(৯.৫৭%)**, প্রাইভেটকার-মাইক্রোবাস-পাজেরো জীপ আরোহী **৪৫** জন **(৬.৬২%)**, থ্রি-হুইলার যাত্রী (ইজিবাইক-সিএনজি-অটোরিকশা-অটোভ্যান) **১৩১** জন **(১৯.২৯%)**, স্থানীয়ভাবে তৈরি যানবাহনের যাত্রী (নসিমন-ভটভটি-মাহিন্দ্র-পাওয়ারটিলার) **২২** জন **(৩.২৪%)** এবং বাইসাইকেল-প্যাডেল রিকশা আরোহী **১০** জন **(১.৪৭%)** নিহত হয়েছেন।

দুর্ঘটনা সংঘটিত সড়কের ধরন:
রোড সেফটি ফাউন্ডেশনের পর্যবেক্ষণ ও বিশ্লেষণ বলছে, দুর্ঘটনাগুলোর মধ্যে **২৩৫**টি (**৩৪.৯৭%**) জাতীয় মহাসড়কে, **২৬৬**টি (**৩৯.৫৮%**) আঞ্চলিক সড়কে, **৮৭**টি (**১২.৯৪%**) গ্রামীণ সড়কে এবং **৭৯**টি (**১১.৭৫%**) শহরের সড়কে এবং **৫**টি (**০.৭৪%**) অন্যান্য স্থানে সংঘটিত হয়েছে।

দুর্ঘটনার ধরন:
দুর্ঘটনাসমূহের **১৭৪**টি (**২৫.৮৯%**) মুখোমুখি সংঘর্ষ, **২৬২**টি (**৩৯%**) নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে, **১২০**টি (**১৭.৮৫%**) পথচারীকে চাপা/ধাক্কা দেয়া, **৯৭**টি (**১৪.৪৩%**) যানবাহনের পেছনে আঘাত করা এবং **১৯**টি (**২.৮২%**) অন্যান্য কারণে ঘটেছে।

দুর্ঘটনায় সম্পৃক্ত যানবাহন:
দুর্ঘটনায় সম্পৃক্ত যানবাহনের মধ্যে- ট্রাক-কাভার্ডভ্যান-পিকআপ-ট্রাক্টর-ট্রলি-লরি- ড্রামট্রাক- তেলবাহী ট্যাঙ্কার-সিটি করপোরেশনের ময়লাবাহী ট্রাক-বুলডোজার-রেডিমিক্স গাড়ি **২৪.৩৪%**, মাইক্রোবাস-প্রাইভেটকার-অ্যাম্বুলেন্স-পাজেরো জীপ **৫.৮১%**, যাত্রীবাহী বাস **১০.৮৬%**, মোটরসাইকেল **২৯.৮২%**, থ্রি-হুইলার (ইজিবাইক-সিএনজি-অটোরিকশা-অটোভ্যান-মিশুক-লেগুনা-টেম্পু) **১৯.৪৬%**, স্থানীয়ভাবে তৈরি যানবাহন (নসিমন-ভটভটি-আলমসাধু-টমটম-মাহিন্দ্র-চান্দের গাড়ি-পাওয়ারটিলার-ধানকাটা মেশিন গাড়ি) **৫.৩৯%**, বাইসাইকেল-রিকশা **২.৩৫%** এবং অজ্ঞাত যানবাহন **১.৯৩%**।

দুর্ঘটনায় সম্পৃক্ত যানবাহনের সংখ্যা:
দুর্ঘটনায় সম্পৃক্ত যানবাহনের সংখ্যা **১,১৮৭**টি। (বাস **১২৯**, ট্রাক **১৫৭**, কাভার্ডভ্যান **১৮**, পিকআপ **৪৯**, ট্রাক্টর **২০**, ট্রলি **১৯**, লরি **১১**, ড্রাম ট্রাক **৮**, তেলবাহী ট্যাঙ্কার **৩**, সিটি করপোরেশনের ময়লাবাহী ট্রাক **১**, বুলড্রোজার **১**, এপিবিএন গাড়ি **১**, রেডিমিক্স গাড়ি **১**, মাইক্রোবাস **২৩**, প্রাইভেটকার **৩৮**, অ্যাম্বুলেন্স **৫**, পাজেরো জীপ **৩**, মোটরসাইকেল **৩৫৪**, থ্রি-হুইলার **২৩১** (ইজিবাইক-সিএনজি-অটোরিকশা-অটোভ্যান-মিশুক-লেগুনা-টেম্পু), স্থানীয়ভাবে তৈরি যানবাহন **৬৪** (নসিমন-ভটভটি-আলমসাধু-টমটম-মাহিন্দ্র-চান্দের গাড়ি-পাওয়ারটিলার-ধানকাটা মেশিন গাড়ি), বাইসাইকেল-রিকশা-রিকশাভ্যান **২৮** এবং অজ্ঞাত যানবাহন **২৩**টি।

দুর্ঘটনার সময় বিশ্লেষণ:
সময় বিশ্লেষণে দেখা যায়, দুর্ঘটনাসমূহ ঘটেছে ভোরে **৫.৩৫%**, সকালে **২৪.৮৫%**, দুপুরে **২০.৫৩%**, বিকালে **১৫%**, সন্ধ্যায় **১০.২৬%** এবং রাতে **২৩.৯৫%**।

দুর্ঘটনার বিভাগওয়ারী পরিসংখ্যান:
দুর্ঘটনার বিভাগওয়ারী পরিসংখ্যান বলছে, ঢাকা বিভাগে দুর্ঘটনা **১৯.০৪%**, প্রাণহানি **২৬.১৯%**, রাজশাহী বিভাগে দুর্ঘটনা **১৪.৭৩%**, প্রাণহানি **১১.৪৫%**, চট্টগ্রাম বিভাগে দুর্ঘটনা **১৯.৬৪%**, প্রাণহানি **১৭.৪১%**, খুলনা বিভাগে দুর্ঘটনা **১৪.২৮%**, প্রাণহানি **১১.৬০%**, বরিশাল বিভাগে দুর্ঘটনা **৬.৬৯%**, প্রাণহানি **৮.৭৭%**, সিলেট বিভাগে দুর্ঘটনা **৫.০৫%**, প্রাণহানি **৭%**, রংপুর বিভাগে দুর্ঘটনা **১০.১১%**, প্রাণহানি **১০.২৬%** এবং ময়মনসিংহ বিভাগে দুর্ঘটনা **১০.৪১%**, প্রাণহানি **৮.৩৩%** ঘটেছে।

চট্টগ্রাম বিভাগে সবচেয়ে বেশি **১৩২**টি দুর্ঘটনা ঘটেছে এবং ঢাকা বিভাগে সবচেয়ে বেশি **১৭৬** জন নিহত হয়েছেন। **সিলেট বিভাগে** সবচেয়ে কম **৩৪**টি দুর্ঘটনায় **৪৭** জন নিহত হয়েছেন। একক জেলা হিসেবে **চট্টগ্রাম জেলায়** সবচেয়ে বেশি **৪৩**টি দুর্ঘটনায় **৪৯** জন নিহত হয়েছেন। সবচেয়ে কম শরীয়তপুর ও বান্দরবান জেলায়। এই **২**টি জেলায় স্বল্প মাত্রার **৫**টি দুর্ঘটনা ঘটলেও প্রাণহানির সংবাদ পাওয়া যায়নি।

রাজধানী ঢাকায় ৪৬টি সড়ক দুর্ঘটনায় ২৭ জন নিহত ও ৬৬ জন আহত হয়েছে।

নিহতদের পেশাগত পরিচয়:
গণমাধ্যমে প্রকাশিত তথ্যের ভিত্তিতে জানা যায়, বিভিন্ন স্কুল-কলেজ-মাদরাসার শিক্ষক **৯** জন, চিকিৎসক **১** জন, সাংবাদিক **৪** জন, প্রকৌশলী **৩** জন, আইনজীবী **৩** জন, শ্রম ও কর্মসংস্থান ব্যুরো'র সহকারী পরিচালক **১** জন, গ্রাম পুলিশ **২** জন বাউল শিল্পী **১** জন, যন্ত্র শিল্পী **১** জন, বিভিন্ন ব্যাংক-বীমা কর্মকর্তা ও কর্মচারী **৬** জন, পিকেএসএফ এর **১** জন কর্মকর্তাসহ বিভিন্ন এনজিও-র কর্মকর্তা-কর্মচারী **১২** জন, রূপপুর পরমাণু কেন্দ্রের শ্রমিক **১** জন, মসজিদের ইমাম **৪** জন, ঔষধ ও বিভিন্ন পণ্যসামগ্রী বিক্রয় প্রতিনিধি **১৬** জন, স্থানীয় পর্যায়ের বিভিন্ন ব্যবসায়ী **৩১** জন, উপজেলা চেয়ারম্যান **১** জন-সহ স্থানীয় রাজনৈতিক নেতা **১৩** জন, পরিবহন শ্রমিক নেতা **৩** জন, পোশাক শ্রমিক **৬** জন, বালু শ্রমিক **৮** জন, নির্মাণ শ্রমিক **১৩** জন, ধানকাটা শ্রমিক **৪** জন, নিরাপত্তা রক্ষী **৫** জন, ঢাকা সিটি করপোরেশনের পরিচ্ছন্নতাকর্মী **১** জন, রাজমিস্ত্রি **৩** জন, প্রতিবন্ধী **২** জন এবং চুয়েটের ২ জন, বাশেমুপ্রবি'র ১ জন, বিদেশী ছাত্রী ১ জন-সহ দেশের বিভিন্ন স্কুল-মাদরাসা ও কলেজের **১২৪** জন শিক্ষার্থী নিহত হয়েছে।

সড়ক দুর্ঘটনার প্রধান কারণসমূহ:
১. ত্রুটিপূর্ণ যানবাহন; ২. বেপরোয়া গতি; ৩. চালকদের বেপরোয়া মানসিকতা, অদক্ষতা ও শারীরিক-মানসিক অসুস্থতা; ৪. বেতন-কর্মঘন্টা নির্দিষ্ট না থাকা; ৫. মহাসড়কে স্বল্পগতির যানবাহন চলাচল; ৬. তরুণ-যুবদের বেপরোয়া মোটরসাইকেল চালানো; ৭. জনসাধারণের মধ্যে ট্রাফিক আইন না জানা ও না মানার প্রবণতা;
৮. দুর্বল ট্রাফিক ব্যবস্থাপনা; ৯. বিআরটিএ'র সক্ষমতার ঘাটতি; ১০. গণপরিবহন খাতে চাঁদাবাজি।

সুপারিশসমূহঃ

১. দক্ষ চালক তৈরির উদ্যোগ বৃদ্ধি করতে হবে; ২. চালকদের বেতন-কর্মঘন্টা নির্দিষ্ট করতে হবে;
৩. বিআরটিএ'র সক্ষমতা বৃদ্ধি করতে হবে; ৪. পরিবহন মালিক-শ্রমিক, যাত্রী ও পথচারীদের প্রতি ট্রাফিক আইনের বাধাহীন প্রয়োগ নিশ্চিত করতে হবে; ৫. মহাসড়কে স্বল্পগতির যানবাহন বন্ধ করে এগুলোর জন্য আলাদা পার্শ্ব রাস্তা (সার্ভিস রোড) তৈরি করতে হবে; ৬. পর্যায়ক্রমে সকল মহাসড়কে রোড ডিভাইডার নির্মাণ করতে হবে; ৭. গণপরিবহনে চাঁদাবাজি বন্ধ করতে হবে; ৮. রেল ও নৌ-পথ সংস্কার করে সড়ক পথের উপর চাপ কমাতে হবে; ৯. টেকসই পরিবহন কৌশল প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করতে হবে; ১০. "সড়ক পরিবহন আইন-২০১৮" বাধাহীনভাবে বাস্তবায়ন করতে হবে।

দুর্ঘটনা পর্যালোচনা ও মন্তব্যঃ

গত মার্চ মাসে সড়ক দুর্ঘটনায় **৫৭৩** জন নিহত হয়েছিল। প্রতিদিন গড়ে নিহত হয়েছিল **১৮.৪৮** জন। এপ্রিল মাসে প্রতিদিন গড়ে নিহত হয়েছে **২২.৬৩** জন। এই হিসাবে এপ্রিল মাসে প্রাণহানি বেড়েছে **২২.৪৫%**। এই মাসে সড়ক দুর্ঘটনায় **৮**টি পরিবার নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। কেউ বেঁচে নেই।

এপ্রিল মাসের সড়ক দুর্ঘটনায় যে পরিমাণ মানব সম্পদের ক্ষতি হয়েছে তার আর্থিক মূল্য **২** হাজার **১** শত **১৯** কোটি **১১** লাখ **৯৬** হাজার টাকার মতো। যেহেতু সড়ক দুর্ঘটনার অনেক তথ্য অপ্রকাশিত থাকে, সেজন্য এই হিসাবের সাথে আরও **৩০%** যোগ করতে হবে। iRAP (International Road Assessment Program) এর method অনুযায়ী হিসাবটি করা হয়েছে। দুর্ঘটনায় যে পরিমাণ যানবাহন বা প্রপার্টি ড্যামেজ হয়েছে তার তথ্য না পাওয়ার কারণে প্রপার্টি ড্যামেজের আর্থিক পরিমাপ নির্ণয় করা সম্ভব হয়নি। উল্লেখ্য, গণমাধ্যমে যে তথ্য প্রকাশিত হয়েছে, প্রকৃত ঘটনা তার চেয়ে অনেক বেশি।

ইদানিং মহাসড়কে দাঁড়িয়ে থাকা পণ্যবাহী ট্রাক, কাভার্ডভ্যানের পেছনে বেপরোয়া যানবাহনের ধাক্কায় ভয়াবহ দুর্ঘটনা ঘটছে। মহাসড়কে যানবাহন দাঁড়ানো নিষিদ্ধ করতে হবে।

অধিকাংশ দুর্ঘটনা ঘটছে অতিরিক্ত গতির কারণে যানবাহন নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে। এই গতি নিয়ন্ত্রণে প্রযুক্তির মাধ্যমে নজরদারী এবং চালকদের মোটিভেশনাল প্রশিক্ষণ দরকার। বেপরোয়া যানবাহন, সড়কের সমস্যা এবং পথচারীদের অসচেতনতার কারণে পথচারী নিহতের ঘটনা বাড়ছে। তাই, সরকারি উদ্যোগে গণমাধ্যম এবং সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে জীবনমুখী সচেতনতামূলক প্রচারণা চালাতে হবে।

পেশাগত সুযোগ-সুবিধা বিশেষ করে, নিয়োগপত্র, বেতন ও কর্মঘন্টা নির্দিষ্ট না থাকার কারণে বাস এবং পণ্যবাহী যানবাহনের অধিকাংশ চালক শারীরিক ও মানসিকভাবে অসুস্থ। তাদের মধ্যে জীবনবোধ ঠিকমতো কাজ করে না। পণ্যবাহী যানবাহন চালকদের মধ্যে এই প্রবণতা প্রকট। তারা সবসময় অস্বাভাবিক আচরণ করেন এবং বেপরোয়াভাবে যানবাহন চালান। ফলে দুর্ঘটনায় আক্রান্ত হন। পরিবহন চালকদের পেশাগত সুযোগ সুবিধা নিশ্চিত না করলে সড়ক দুর্ঘটনা নিয়ন্ত্রণ সম্ভব নয়।

মোটরসাইকেল চালকদের বিরাট অংশ কিশোর-যুবক। এরা বেপরোয়া মোটরসাইকেল চালিয়ে নিজেরা দুর্ঘটনায় পতিত হচ্ছে এবং অন্যদের আক্রান্ত করছে। মোটরসাইকেল বেপরোয়া চালানোর সাথে রাজনৈতিক সংস্কৃতির সম্পর্ক রয়েছে। এটা বন্ধ করতে হবে। মোটকথা, দেশে টেকসই সড়ক পরিবহন কৌশল প্রণয়ন করে বাস্তবায়ন করতে হবে। এজন্য প্রয়োজন সরকারের রাজনৈতিক সদিচ্ছা।

স্বাক্ষরিত
(সাইদুর রহমান)
নির্বাহী পরিচালক
রোড সেফটি ফাউন্ডেশন
প্রয়োজনেঃ **০১৭১২ ৬৯০ ৬১৬**